কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিমালা চূড়ান্ত পর্যায়ে'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি জানান, এমপিওভুক্তির জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস ১৯৮১ সংশোধন করা হচ্ছে। এতে শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে শতকরা ৮০ ভাগ সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে পদোন্নতির সুযোগ পাবেন।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান। সরকারি দলের সদস্য কাজী নাবিল আহমেদের প্রশ্নের লিখিত জবাবে মন্ত্রী আরো জানান, শিক্ষকদের শ্রেণি কার্যক্রমে আরো বেশি মনোযোগী করতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এতে তাঁদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রী জানান, বেসরকরি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পাচ্ছেন শতকরা ১০০ ভাগ। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও নতুন জাতীয় স্কেল অনুসারে বেতন দেওয়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। জুলাই ২০১৬ থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে এক হাজার টাকা হারে দেওয়া হবে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ইবতেদায়ি মাদরাসার ভাতার আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চারজন করে শিক্ষককে ৫০০ টাকার পরিবর্তে এক হাজার টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান, শিক্ষকদের পাঠদানে সৃজনশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বিগত দুই বছরে ৭৮ হাজার শিক্ষককে সৃজনশীল বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনো ধরনের মোবাইল ফোন বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে সচিব ছাড়া অন্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোন ব্যবহার কিংবা বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রসচিবও পরীক্ষাকেন্দ্রে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। যেসব কেন্দ্রে এর ব্যত্যয় পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরো জানান, ২০১৭ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহের সময় সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখার দায়ে তিনজন শিক্ষককে পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টির সদস্য এ কে এম মাঈদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, কলেজ শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা, দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে গেজেটেড কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন হাজিরা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত কলেজে আসেন। শিক্ষকদের নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিত করতে দেশের কিছু সরকারি ও বেসরকারি কলেজে নিজস্ব অর্থায়নে কার্ড পাঞ্চিং চালু করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জাসদের সদস্য বেগম লুৎফা তাহেরের প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রী এনরোলমেন্টের হার ১০ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ বছর পলিটেকনিকে ছাত্রীদের ভর্তির হার ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালে তিন লাখ ৮৭ হাজার ৭৬৪ জন, ২০১৯ সালে চার লাখ ৭৩ হাজার ৭২২ এবং ২০২০ সালে ছয় লাখ ৪৭ হাজার ছাত্রী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।

প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি শিক্ষা : প্রথম শ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। জাতীয় পার্টির সদস্য বেগম সালমা ইসলামের লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো জানান, শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রতিটি শ্রেণিতে ইংরেজি পাঠদান যথাযথ করতে শিক্ষক সহায়িকা ও নির্দেশনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলার জন্য কাস্টমাইজড বিশেষ প্রশিক্ষণসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।